SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

লোকসাহিত্য ও আধুনিক বাংলা কবিতার মিথস্ক্রিয়া: ঐতিহ্য ও নিরীক্ষার দ্বৈততা

Abhishek Rooj
Ex-student, Netaji Subhas Open University
Salt Lake City, Kolkata, West Bengal, India
Email: abhishekrooj@gmail.com

Abstract: এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো বাংলা লোকসাহিত্য, যেমন: লোককথা, ছড়া, প্রবাদ, ব্রতকথা ও লোকসংগীত (যেমন বাউল, ভাটিয়ালি, জারি-সারি), এবং আধুনিক বাংলা কবিতা (বিশেষত তিরিশের দশক থেকে) —এই দুই ধারার মধ্যেকার পারস্পরিক প্রভাব বা মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ করা। লোক ঐতিহ্যের ব্যবহার কীভাবে আধুনিক কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করেছে এবং নিরীক্ষাধর্মী করে তুলেছে, তা দেখানোই হবে এই গবেষণার মূল দিক।

Keywords: লোকসাহিত্য ও মিথস্ক্রিয়া, আধুনিক বাংলা কবিতা, ঐতিহ্য ও নিরীক্ষা, লোকজ শব্দ ও প্রকৃতি, লোকছন্দ ও গীতলতা

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় লোকজ শব্দ ও প্রকৃতির ব্যবহার--

জীবনানন্দ দাশের কবিতা, বিশেষ করে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'রূপসী বাংলা'-তে, লোকজ শব্দ এবং প্রকৃতির ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তিনি বাঙালি লোকজীবনের চিরন্তন ধারাকে আধুনিক মনন ও কাব্যশৈলীর সঙ্গে মিলিয়ে এক স্বতন্ত্র ভাষার জন্ম দিয়েছেন।

১. লোকজ শব্দের ব্যবহার ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় লোকজ শব্দ বা দেশজ শব্দের প্রয়োগ ছিল সচেতন শিল্পীর কাজ। তিনি ভাষাকে মাটি-ঘেঁষা করে তুলেছেন, যেখানে প্রকৃতির সাধারণ উপাদানের সঙ্গে মিশে গেছে গ্রাম বাংলার সহজ মানুষ ও তাদের জীবনাচার।

লোকজ শব্দের উদাহরণ	কাব্যিক প্রভাব ও অর্থ
আহ্লাদ, চুপচাপ, ধানসিঁড়ি, ভিজে মেঘ, শঙ্খমালা, হিজল, নরম	এই শব্দগুলি খুবই পরিচিত ও প্রচলিত, কিন্তু জীবনানন্দ এই শব্দগুলিকে নতুন উপমায় ব্যবহার করে সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্ব এনেছেন।
পেঁচা, ডাহুক, শালিক, লক্ষ্মীপেঁচা	এই পাখিদের নাম তাঁর কবিতায় শুধু প্রাণীর নাম হিসেবে আসেনি, বরং নিঃসঙ্গতা, রহস্যময়তা ও প্রকৃতির প্রহরীর প্রতীক হিসেবে এসেছে।
চাঁপাকল, মাশকলাই, মউমাছি	কৃষিজীবী বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের এই উপাদানগুলি তাঁর কবিতাকে একটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ও আর্থ-সামাজিক পরিচিতি দিয়েছে।
খোঁজ, ম্লান, আঁধার	এই শব্দগুলি আবেগ ও আবহাওয়াকে এক লহমায় পাঠকের কাছে নিয়ে আসে।

প্রভাব: লোকজ শব্দের ব্যবহারে তাঁর ভাষা কৃত্রিমতা মুক্ত হয়েছে এবং বাঙালি পাঠক এই শব্দগুলির মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে এক গভীর আত্মিক সংযোগ অনুভব করে। এটি জীবনানন্দের কবিতাকে তথাকথিত 'সংস্কৃতঘেঁষা' বা 'মান্য' বাংলা ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত করে এক আঞ্চলিক স্বকীয়তা দিয়েছে।

২. প্রকৃতির ব্যবহার: রহস্য ও নস্টালজিয়া

'রূপসী বাংলা' কাব্যে প্রকৃতি কোনো স্রেফ পটভূমি নয়; এটি নারীর মতো প্রেমময়, রহস্যময় ও জীবন্ত এক সত্তা। তাঁর প্রকৃতি-চেতনা দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত:

ক. বাংলার চিরায়ত উপাদান ও নস্টালজিয়া

জীবনানন্দ প্রকৃতির অতি সাধারণ উপাদানগুলির মধ্যে এক গভীর নস্টালজিয়া ও স্মৃতিময়তার সন্ধান করেছেন:

- **জলাভূমি ও নদী:** 'ধানসিঁড়ি নদী', 'ভিজে মেঘের দুপুর', 'জলসিঁড়ি' - এই নামগুলি বাংলার আর্দ্র, জলাভূমি-বহুল পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই প্রকৃতির মাধ্যমেই কবি বারবার ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন।
- **গাছপালা ও বনানী:** 'হিজল', 'তমাল', 'জামরুল', 'অশ্বত্থ' - এই গাছগুলির উল্লেখ তাঁর কবিতাকে এক বিশেষ ভূগোলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। এই গাছেরা যেন শত শত বছরের বাঙালি জীবনের সাক্ষী।
- **গ্রামের দৃশ্য:** 'শিশির', 'কুয়াশা', 'ধানের ক্ষেত', 'শ্মশান', 'আঁধার' - এই সব শব্দ ব্যবহার করে কবি গ্রামের এক শান্ত, স্নিগ্ধ, এবং একইসঙ্গে রহস্যময় রূপ তুলে ধরেছেন।

খ. প্রতীকী ব্যবহার ও মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন

জীবনানন্দের প্রকৃতির বর্ণনা কেবল দৃশ্যগত নয়, এটি তাঁর মানসিকতা, বিষণ্ণতা ও চেতনার প্রতিচ্ছবি:

- **পাখিদের ব্যবহার:** পেঁচা, ডাহুক, শালিক তাঁর কবিতায় বারবার এসেছে। তারা নিছক পাখি নয়; তারা কবির নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা এবং সময় ও মৃত্যুর প্রতীক।
- **আলো-আঁধারের খেলা:** তাঁর প্রকৃতিতে আলো-আঁধারের এক অদ্ভুত মিশ্রণ থাকে, যা জীবন ও মৃত্যুর দ্বৈততা, আশা ও হতাশার দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলে। এই আলো-আঁধার তাঁর কবিতার রহস্যময়তা বাড়িয়েছে।

মোটকথা, জীবনানন্দ দাশ লোকজ শব্দ ও প্রকৃতির ব্যবহার করে বাংলা কবিতাকে বাঙালি মননের গভীরে প্রোথিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে আধুনিক কাব্যশৈলীতেও স্বদেশী উপাদানগুলি সার্থকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, যা একদিকে ঐতিহ্যকে রক্ষা করে, আবার অন্যদিকে কবিতায় নতুনত্বের জন্ম দেয়।

জসীমউদ্‌দীন-এর কবিতায় (যেমন 'নকশি কাঁথার মাঠ') লোকজীবনের চিত্রায়ণ ও আধুনিক কাব্যশৈলী—

জসীমউদ্‌দীনের কবিতায়, বিশেষত তাঁর আখ্যান কাব্য 'নকশি কাঁথার মাঠ'-এ, লোকজীবনের চিত্রায়ণ ও আধুনিক কাব্যশৈলীর এক বিরল সংশ্লেষণ ঘটেছে। তাঁকে 'পল্লীকবি' হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, তাঁর লোকজ উপাদান ব্যবহারের ধরনে এক গভীর আধুনিক মনন ও শিল্পীর দক্ষতা স্পষ্ট।

১. 'নকশি কাঁথার মাঠ'-এ লোকজীবনের চিত্রায়ণ

'নকশি কাঁথার মাঠ' (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থটি গ্রামবাংলার জীবন, প্রেম, বিরহ, এবং লোকসংস্কৃতির এক নিখুঁত দর্পণ। এখানে পল্লিজীবনের চিত্রায়ণ হয়েছে আখ্যান কাব্যের রূপে, যেখানে 'রূপা' ও 'সাজু'-র ট্র্যাজিক প্রেমের গল্প গ্রাম্য ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে গেছে।

ক. দৈনন্দিন জীবন ও প্রকৃতির উপাদান

জসীমউদ্‌দীন তাঁর কবিতায় সাধারণ গ্রাম্য জীবনের ছবি এঁকেছেন।

- **কৃষিজীবী জীবনের প্রতিচ্ছবি:** উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রূপা ছিল এক চাষার ছেলে, যার জীবন আবর্তিত হয়েছে ধানক্ষেত, লাঙল ও প্রকৃতির সঙ্গে। এই চিত্রায়ণ গ্রামীণ অর্থনীতি ও

কৃষিজীবী মানুষের সরল জীবনকে তুলে ধরে।

- **আঞ্চলিক ও ঘরোয়া উপকরণ: কাঁথা, ধান, কলমি ফুল, বাঁশবন, তুলসী তলা, সাঁঝের বেলায় প্রদীপ**—এই সব লোকজ উপাদান তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- **লোকসংগীত ও লোকনৃত্য:** কবির রচনায় যাত্রা, জারি গান, মুর্শিদি গান এবং গ্রামীণ উৎসবের উল্লেখ গ্রামীণ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এসেছে।

খ. প্রেম ও বিরহের লোকজ ভিত্তি

রূপা ও সাজুর প্রেম-কাহিনী লোককথার মতো সরল, কিন্তু তার আবেগ গভীর।

- **চিরন্তন প্রেম:** তাদের প্রেম, সমাজের বাঁধাধরা নিয়মের ঊর্ধ্বে এক স্বতঃস্ফূর্ত ও পবিত্র সম্পর্ককে তুলে ধরে, যা লোককথার প্রেম-আখ্যানগুলির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- **বিরহের প্রতীক 'নকশি কাঁথা':** সাজুর বিরহের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে নকশি কাঁথা সেলাইয়ের মাধ্যমে। কাঁথার সূঁই ও সুতোর প্রতিটি ফোঁড় যেন সাজুর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ। নকশি কাঁথা এখানে নিছক লোকশিল্প নয়, বরং নারীমনের গভীরতম আবেগ, স্মৃতি ও প্রতীক্ষার প্রতীক, যা লোকজীবনে নারীর নীরব কষ্টের প্রতিনিধিত্ব করে।

২. আধুনিক কাব্যশৈলীর সংশ্লেষণ

জসীমউদ্‌দীন তাঁর রচনায় লোকজ উপাদান ব্যবহার করলেও, তাঁর কাব্যশৈলী ছিল আধুনিক মনন-নির্ভর ও পরিশীলিত, যা তাঁকে লোককবিদের থেকে আলাদা করে আধুনিক কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

ক. লোকজ উপমা ও চিত্রকল্পের আধুনিক ব্যবহার

জসীমউদ্‌দীনের উপমা ও অলংকারগুলির উৎস লোকজীবন হলেও, সেগুলির ব্যবহার ছিল অত্যন্ত আধুনিক ও মনস্তাত্ত্বিক।

বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ (নকশি কাঁথার মাঠ থেকে)	আধুনিকতা
লোকজ উপমা	"কাঁচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া"	উপমার উপাদান সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ, কিন্তু প্রয়োগে রয়েছে এক স্বচ্ছতা ও সংবেদনশীলতা, যা নাগরিক রুচির উপযোগী।
সমাসোক্তি	"উদাসী বাতাস ডানা ভেঙে পড়ে বালুর কাফন পরে"	বাতাস এখানে মানবীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে (ডানা ভাঙা), যা কেবল কাব্যিক অলংকার নয়, বরং আবেগমূলক প্রক্ষেপণ (Emotional Projection)।
প্রতীকী চিত্রকল্প	"তুলসী তলার প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝের বেলা"	প্রদীপ এখানে কেবল আলো নয়, এটি আশঙ্কা, ভক্তি ও পবিত্রতার প্রতীক। সাজুর হৃদয়ের অবস্থা বোঝাতে বাইরের প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

খ. আখ্যান কাব্যে মনস্তত্ত্বের গুরুত্ব

লোককাব্যের মতো কেবল কাহিনী বলে যাওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। 'নকশি কাঁথার মাঠ'-এ চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব, আশা-নিরাশা, ও আবেগের জটিলতা মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা পেয়েছে, যা আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাজুর দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও নীরব আত্মত্যাগ আধুনিক সাহিত্যের সংযম ও ব্যঞ্জনা-কে ধারণ করে।

গ. ছন্দের নৈপুণ্য

যদিও তিনি প্রধানত পয়ার বা লোকছন্দকে ভিত্তি করেছেন, কিন্তু তাতে এনেছেন অসাধারণ সাবলীলতা ও গতি, যা কাব্যের আখ্যানকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। লোকসংগীতের সুরের প্রভাব তাঁর ছন্দে এক গীতলতা যোগ করেছে, যা নাগরিক পাঠককেও

আকর্ষণ করে।

জসীমউদ্‌দীন প্রমাণ করেছেন যে আধুনিকতা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের নাগরিক জীবন বা জটিল চিত্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; মাটির গন্ধমাখা সরলতা এবং লোকজ উপাদানও গভীর মননশীলতার মাধ্যমে আধুনিক কাব্য হতে পারে।

শামসুর রাহমান বা আল মাহমুদ-এর মতো কবিদের লেখায় লোকপুরাণ বা মিথের ব্যবহার—

শামসুর রাহমান এবং আল মাহমুদ—উভয় আধুনিক বাংলা কবির লেখাতেই লোকপুরাণ বা মিথের (Myth) ব্যবহার লক্ষণীয়, তবে তাঁদের প্রয়োগের ভঙ্গি ও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। যেখানে আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় মূলত বাঙালি লোকপুরাণ ও ইসলামি মিথ-কে কেন্দ্র করেছেন, সেখানে শামসুর রাহমান ব্যবহার করেছেন শাস্ত্রীয় বা আন্তর্জাতিক মিথ এবং দেশজ পুরাণকে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতীক হিসেবে।

১. আল মাহমুদ: লোকপুরাণ ও ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন

আল মাহমুদকে তাঁর কবিতায় মাটি-সংলগ্নতা ও ঐতিহ্যচেতনার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি তাঁর কাব্যে বাঙালি লোকপুরাণ এবং ইসলামি ঐতিহ্য থেকে উপাদান নিয়ে এক নিজস্ব কাব্যভাষা তৈরি করেছেন।

ক. লোকপুরাণ ও লোকজ মিথের ব্যবহার

আল মাহমুদ সরাসরি গ্রামীণ লোককথা ও ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেছেন।

- **উপাদান:** তাঁর কবিতায় নদী, বিল, নৌকা, ধান, শস্য, লৌকিক সংস্কার ও আঞ্চলিক শব্দ বারবার ফিরে এসেছে, যা লোকজীবনের মিথকে পুনরুজ্জীবিত করে।
- **'সোনালী কাবিন' (১৯৬৬):** এই কাব্যে তিনি বাঙালি সংস্কৃতির চিরায়ত প্রেম ও মাটির টান-কে মিথ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রেম এখানে কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং পদ্মা-মেঘনা-বিধৌত বাংলাদেশের অকৃত্রিম প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক।
- **'ডাহুক' ও 'চড়াই'**-এর মতো পাখি বা ভাটি অঞ্চলের জীবন—এগুলি তাঁর কবিতায় কেবল প্রাণী বা দৃশ্য নয়, বরং হারিয়ে যাওয়া লোকজীবনের স্মৃতির মিথ হিসেবে কাজ করে।

খ. ইসলামি ও আঞ্চলিক মিথের সংশ্লেষণ

আল মাহমুদ ইসলামি মিথ ও ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গকে তাঁর কাব্যে এনেছেন।

- 'কাবিল' বা 'হযরত আইয়ুব'-এর মতো চরিত্র ও ঘটনাকে ব্যবহার করে তিনি সমকালীন দুঃখ, নৈতিকতা ও মানুষের সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন।
- তিনি পুঁথিসাহিত্য ও ইসলামি আখ্যান থেকে শব্দ ও চিত্রকল্প গ্রহণ করে লোকজীবনের সঙ্গে সেগুলির এক আধুনিক সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

২. শামসুর রাহমান: মিথ ও পুরাণের আধুনিক প্রতীকায়ন

শামসুর রাহমানের কবিতায় মিথ বা পুরাণ এসেছে মূলত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সমকালীন সমস্যাগুলিকে প্রতীকী ব্যঞ্জনা দেওয়ার জন্য। তাঁর মিথের ব্যবহার প্রধানত নাগরিক মনন ও ঐতিহ্যের সংঘর্ষ তুলে ধরে।

ক. আন্তর্জাতিক ও গ্রীক মিথের ব্যবহার

শামসুর রাহমান গ্রীক পুরাণ এবং আন্তর্জাতিক আখ্যানের চরিত্র ব্যবহার করেছেন।

- **ওডিসি ও সাইরেন:** তাঁর কিছু কবিতায় গ্রীক বীর ওডিসি বা রহস্যময়ী সাইরেন-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চরিত্রগুলিকে তিনি নিঃসঙ্গতা, দীর্ঘ যাত্রা এবং আধুনিক মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।
- **সিসীফাস:** তিনি গ্রীক পুরাণের সিসীফাস-কে ব্যবহার করে বারবার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও

মানুষের টিকে থাকার অদম্য সংগ্রাম ও নিয়তির শৃঙ্খল-কে ফুটিয়ে তুলেছেন।

খ. লোকজ ও ঐতিহাসিক মিথের রাজনৈতিক ব্যবহার

শামসুর রাহমান দেশজ মিথকে সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করেছেন।

'হিরোশিমা' বা 'গুয়ের্নিকা': এই ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডিগুলিকে তিনি আণবিক যুগের নির্মমতা বা স্বৈরশাসনের নিপীড়নের মিথ বা স্থায়ী প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বা পরবর্তীকালে লেখা কবিতায় তিনি বাঙালির দ্রোহ, আত্মত্যাগ ও অদম্য সাহসের মিথ তৈরি করেছেন, যা কেবল ঘটনা নয়, বরং জাতীয় চেতনার স্থায়ী প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

লোকছন্দ ও লোকসংগীতের সুর কীভাবে আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দে নতুন মাত্রা এনেছ—

লোকছন্দ ও লোকসংগীতের সুর আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দে গভীর ও নতুন মাত্রা এনেছে। এই প্রভাবের মাধ্যমে কবিরা এক দিকে যেমন মাটি-সংলগ্নতা ও ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন, তেমনই অন্য দিকে নাগরিক মনন ও আধুনিক বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্য এক নমনীয় ও গতিশীল ছন্দ তৈরি করেছেন।

লোকছন্দ থেকে প্রাপ্ত নতুন মাত্রা

আধুনিক কবিরা (যেমন জসীমউদ্‌দীন, জীবনানন্দ দাশ এবং পরবর্তীকালে আল মাহমুদ) বাংলা সাহিত্যের প্রধান তিনটি ছন্দের (স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, ও অক্ষরবৃত্ত) সঙ্গে লোকছন্দের মূল উপাদান মিশিয়ে নতুনত্ব এনেছেন।

১. স্বরবৃত্ত ছন্দের সতেজতা ও গতিশীলতা

স্বরবৃত্ত ছন্দ, যা প্রধানত ছড়া, লোকসংগীত (যেমন ভাটিয়ালি, জারি) ও গ্রামীণ পয়ার থেকে এসেছে, আধুনিক কবিতাকে দিয়েছে এক নতুন গতি।

- **সংগীতলতা ও গতি:** লোকসংগীতে ব্যবহৃত এই দ্রুতলয়ের ছন্দটি আধুনিক কবিতায় এক স্বাভাবিক প্রবাহ এনেছে, যেখানে প্রতিটি অক্ষর এক মাত্রার হিসেবে উচ্চারিত হয়। এটি কবিতার আবৃত্তিকে নৃত্যময় ও সতেজ করে তুলেছে।
- **উদাহরণ:** জসীমউদ্‌দীন তাঁর আখ্যান কাব্যে (যেমন 'নকশি কাঁথার মাঠ') স্বরবৃত্তের লোকজ ব্যবহার করে কাহিনী বলার লোকঐতিহ্যকে আধুনিক সাহিত্যে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

২. মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লোকজ স্বরের প্রবেশ

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, যা ছিল মূলত সংস্কৃত বা সাধু ভাষার প্রভাবমুক্ত, লোকসংগীতের সুরের প্রভাবে আরও বেশি নমনীয় ও প্রাণবন্ত হয়েছে।

- **দীর্ঘতা ও বিষাদ:** লোকসংগীতের দীর্ঘ স্বরটান (মেলোডিক এক্সটেনশন) মাত্রাবৃত্তে নতুন ধরনের পর্ব বিন্যাস তৈরি করেছে, যা বিষাদ, বিরহ বা নস্টালজিয়াকে গভীরতা দিতে সাহায্য করেছে।
- **জীবনের ছন্দ:** এই ছন্দ লোকজীবনের কর্মক্লান্তি ও সরল আবেগজনিত বিরতিগুলিকে (pauses) কাব্যিক ছন্দে রূপ দিয়েছে, যা আধুনিক কবিতাকে আরও বেশি জীবনমুখী করে তুলেছে।

৩. পয়ারের লোকজ সংস্কার

পয়ার, যা ছিল মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান ছন্দ, আধুনিক কবিদের হাতে এসে লোকজ সুরের প্রভাবে সহজ ও কথ্যভাষার উপযোগী হয়েছে।

- **কথ্যভাষার সাবলীলতা:** লোককথায় ব্যবহৃত সরল পয়ারের গতিকে আধুনিক কবিরা অক্ষুণ্ণ রেখে কবিতাকে দুরূহতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই সংস্কারের ফলে কবিতায় স্বাভাবিক

বাগ্‌ভঙ্গি বজায় থাকে।

লোকসংগীতের সুরের প্রভাব

লোকসংগীতের সুর বা ঢং আধুনিক কবিতার অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, যা শুধুমাত্র ছন্দের নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

ক. ধ্বনি-বিন্যাসে গীতলতা (Musicality)

লোকসংগীতের প্রধান আকর্ষণ হলো তার সুরের স্বরক্ষেপণ (intonation) এবং পুনরাবৃত্তি (repetition)। আধুনিক কবিরা এই পুনরাবৃত্তি এবং ধ্বনির বিন্যাসকে ব্যবহার করেছেন:

- **অনুপ্রাস ও ধ্বনিসাম্য:** লোকসংগীতের সুরকে ধরে রাখতে কবিরা বারবার অনুপ্রাস ও ধ্বনিসাম্যের ব্যবহার করেছেন, যা কবিতার আবৃত্তিকে শ্রুতিমধুর ও সুরেলা করেছে।
- **আহ্বান ও আর্তি:** বাউল, ভাটিয়ালি, বা কীর্তন-এর মতো লোকসংগীতের আর্তি বা আকুলতা আধুনিক কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতা বা গভীর দার্শনিক প্রশ্নকে তুলে ধরেছে।

খ. কাঠামো ও আঙ্গিকের পরিবর্তন

লোকসংগীতের কাঠামো আধুনিক কবিতায় নতুন আঙ্গিক এনেছে।

- **আখ্যানধর্মিতা:** যাত্রা বা পালাগানের আখ্যান বলার ঢং আধুনিক আখ্যান কাব্যে (যেমন জসীমউদ্‌দীনের রচনায়) ধারাবাহিকতা ও নাট্যময়তা যুক্ত করেছে।
- **স্তবক বিন্যাস:** গানে যেমন মাঝে মাঝে মূল সুরের পুনরাবৃত্তি হয়, তেমনি আধুনিক কবিতায়ও নির্দিষ্ট পঙক্তি বা প্রতিপাদ্যের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, যা কবিতাটিকে একটি গানের মতো কাঠামোবদ্ধ করে তোলে।

এইভাবে, লোকছন্দ ও লোকসংগীতের সুর আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দে কেবল অলংকার যোগ করেনি, বরং আধুনিক মনন ও ঐতিহ্যচেতনার মধ্যে এক সেতুবন্ধন তৈরি করেছে।

Bibliography

- জসীমউদ্দীন রচনা সমগ্র। কলকাতা : কামিনী প্রকাশালয়, ২০২২।
- জীবনানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। গতিধারা, ঢাকা।
- আল মাহমুদ। *সোনালী কাবিন*। ঢাকা : প্রগতি প্রকাশনী, নিউ মার্কেট, ১৯৭১।
- রায়, আনন্দ। *বুদ্ধদেব বসু: নানা প্রসঙ্গ*। কলকাতা : বর্ণালী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০।
- মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার। *বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস*। কলকাতা : ক্লাসিক প্রেস, ১৩৭৪।
- ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ। *বাংলার লোক-সাহিত্য*। কলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৭।

———